গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা

বিষয়ঃ ০৪-০৭-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জুন, ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	০৪-০৭-২০২১ খ্রি:
সভার সময়	বেলা ০২.৩০ ঘটিকা
স্থান	ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত।
উপস্থিতি	সভায় মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাগণ, দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ এবং তাদের মনোনিত কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সংস্থাসমূহের প্রধান, প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন	১. বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী নেই মর্মে সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।	১. গত ০২-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।	১. যুগ্মসচিব, প্রশাসন

২.	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি**	**১. সেমিনার আয়োজনঃ সভায় অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) জানান যে, "বঙ্গবন্ধুঃ শ্বাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ"** শিরোনামে সেমিনারটি অনুষ্ঠানের বিষয়ে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.আনোয়ার হেসেন-কে নির্ধারণ করা হয়। শীঘ্রই সেমিনারের প্রধান অতিথি নির্বাচনসহ অতিথি তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, বিআইডব্লিউটিএ'র জাহাজ পরিদর্শীতে ৫০ জনের মতো অতিথি নিয়ে সেমিনারটি আয়োজন করা সম্ভব হবে। নারায়নগঞ্জের পাগলাঘাট হতে যাত্রা শুরুর বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে জাহাজ সাজসজ্জা করা হবে। **বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।**	**১. "বঙ্গবন্ধুঃ শ্বাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ"** শীর্ষক সেমিনারটি কভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সুবিধাজনক সময়ে ঢাকা থেকে চাঁদপুরপর্যন্ত নৌপথে আয়োজন করতে হবে। **২. বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি সেমিনার আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।** **৩. প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথির তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।**	১. অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) **২. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি** **৩. চেয়ারম্যান,** বিআইডব্লিউটিএ
		২। <u>ডকুমেন্টারি:</u> সভায় সভায় অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) জানান যে, **"বঙ্গবন্ধুঃ শ্বাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ"** শিরোনামে ৩য় সেমিনারে উপস্থাপনের নিমিত্ত বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক **প্রস্তুতকৃত খসড়া ডকুমেন্টারিটি কমিটির ২য় সভায় উপস্থাপন করা হলে কিছু সংশোধন করা হয়। ডকুমেন্টারিটি সংশোধন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত করা হবে।**	**২। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া ডকুমেন্টারি যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে। ডকুমেন্টারিটি "বঙ্গবন্ধুঃ শ্বাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ"** শিরোনামে ৩য় সেমিনারে উপস্থাপন করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটিএ
		৩. <u>মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম চালু:</u> সভায় জানানো হয় যে, নতুন ৪টি মেরিন একাডেমি (বরিশাল, রংপুর, পাবনা ও সিলেট)গত ০৬/০৫/২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা	**১.** নতুন ৪টি মেরিন একাডেমির জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **২.**অন্তবর্তীকালীন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা হতে ৩৩জন জনবল সংযুক্তিতে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	১. সকল সংস্থা প্রধান ২. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ও নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা ৩. কমান্ডেন্ট, বরিশাল, রংপুর,

		হয়েছে। ৪টি মেরিন একাডেমির ২৮৪ টি পদ সৃজনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর গত ৩০/০৬/২০২১ তারিখে জি.ও জারি করে পৃষ্ঠাংকনের জন্য অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মেরিন একাডেমির বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও ৪টি মেরিন একাডেমির জন্য প্রাপ্ত জি.ও এর সমন্বয় করে নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে নিয়োগের কাজ দ্রুত সম্পন্নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ৪টি মেরিন একাডেমির জন্য সংযুক্তিতে দপ্তর সংস্থায় জনবল চাওয়া হলে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি হতে ১০ জন (পদায়ন করা হয়েছে), বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন হতে ১জন (পদায়ন করা হয়েছে) এবং বিআইডব্লিউটিএ হতে ১জন কে (পদায়ন করা হয়েছে) সংযুক্তিতে প্রদান করা হয়েছে।এছাড়া নৌপরিবহন অধিদপ্তর থেকে ১৬ জন কর্মকর্তাকে প্রতি মাসে এক সপ্তাহের জন্য লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তর থেকে এখনো কোন কর্মকর্তাকে সংযুক্তি দেওয়া হয়নি। সভায় নতুন চারটি মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্টগণ জানান যে, সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বুঝে নেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি জানান যে এ বিষয়ে আলাদা সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। সভায় মেরিন একাডেমি পাবনার বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের বিষয়ে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের এখতিয়ারভূক্ত হওয়ায় তাদের সাথে সমন্বয় করে কাজটি সম্পন্নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, চীনের প্রতিনিধিদলের সাথে ৪টি মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের মেরিন একাডেমিসমূহের	৩. সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বুঝে নেয়ার বিষয়ে একটি সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ৪. মেরিন একাডেমি পাবনার বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পাবনা ও সিলেট মেরিন একডেমি

		ক্যাডেটদের চীনের ২টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষন প্রদান করার বিষয়ে চীনের প্রতিনিধিদল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিষয়টিতে বাংলাদেশ পক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেলে দুদেশের মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।		
৩.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা**	সভায় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়েছে। দপ্তর ও সংস্থা হতে সর্বশেষ অগ্রগতি সংগ্রহ করে শীঘ্রই পুনরায় হালনাগাদ করা হবে। তিনি জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৪০টি প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা পৃথক পৃথক আলোচনা করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আলাদা একটি সভা করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সভাপতি জানান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ প্রতিবেদন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করে প্রস্তুত করতে হবে।	১.দপ্তর ও সংস্থা হতে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্তসারে ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। ২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে গৃথক সভা করতে হবে। ৩. যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব নয় সেগুলোর বিষয়ে উপযুক্ত যৌক্তিকতাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। ৪. দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক সরাসরি বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে।	১.সকল দপ্তর ওসংস্থা ২.যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
৪.	**মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত ১৩টি সিদ্ধান্ত আছে। উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে অধিকাংশই মন্ত্রণালয়ের আইন সংক্রান্ত। সেগুলোর বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। সভাপতি জানান যে, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদ তথ্যাদিসহ যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া এ বিষয়টিও আলাদা সভায় আলোচনা করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	১. মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদ তথ্যাদিসহ যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২. এ বিষয়ে আলাদা সভা করা হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২. সকল দপ্তর ও সংস্থা প্রধান

৫.	**জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**	সভায় জানানো হয় যে, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯ এ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মোট ৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪টি বাস্তবায়িত হয়েছে। ২টি সিদ্ধান্ত অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে শর্তেসাপেক্ষে সম্পৃক্ত বিধায় উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগিতি প্রতিবেদন নিয়মিত সংসদ ও সমন্বয় শাখা থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আলাদা সভা করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	১. জেলা প্রশাসক সম্মেলন এর সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নপূর্বক হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২. জেলা প্রশাসক সম্মেলন এর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ সকল দপ্তর/সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট শাখা অধিশাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। ৩. এ বিষয়ে আলাদা সভা করা হবে।	১. সকল দপ্তর ও সংস্থা প্রধান ২.মন্ত্রণালয়েরসংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা।
৬.	**বার্ষিককর্ম সম্পাদনচু ক্তি**	সভায় এপিএ টিম লিডার অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) জানান যে, মন্ত্রণালয়ের বর্তমান বছরের এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান আছে। আগামী ১৫/০৭/২০২১ তারিখে এপিএর প্রমানক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে। ০৮/০৭/২০২১ তারিখে সকল দপ্তর সংস্থা প্রমানকসহ এপিএ অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। এর পূর্বে সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হবে এবং চূড়ান্ত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভায় জানানো হয় যে, মোংলা বন্দরের সারফেস ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট প্রকল্প ও নৌপরিবহন অধিদপ্তরের জিএমডিএসএস প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। তবে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে জিএমডিএসএস প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমানক দখিল করা সম্ভব হবে। সভায় জানানো হয় যে, গত ২৭/০৬/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ বছরের এপিএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, এপিএর লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণের সময়ে পরিকল্পনা উইংকে সম্পৃক্ত করা হলে তা আর ফলপ্রসূ হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়।	১. APA এর অর্জন সুর্নিদ্দিষ্ট প্রমানকসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণে জন্য ৮/০৭/২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২. এপিএর নতুন বছরের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য লক্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ৩. APA বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বছরের শুরু হতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কর্মসম্পাদন করতে হবে। ৪. যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ সেগুলো সরাসরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) ২. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ৩. এপিএ টিম, সকল সংস্থা

৭.	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা**	মন্ত্রণালয়ের বিগত বছরের ই-ফাইলিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন সিস্টেম এনালিস্ট সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে গত বছরে মোট ৬০৩৬ টি নথি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১২০৩ টি হার্ড ফাইলে এবং ৪৮৩৩ টি নথি ইফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছে। মোট নথির শতকরা ৮০.০৭ ভাগ ইফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়ের এপিএ-এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে পরিমাণ নথি ইফাইলিং এ নিষ্পন্ন হয়েছে সে পরিমাণে পত্র জারি হয়নি। যে সকল নথি ইফাইলিং এ নিষ্পন্ন হবে সেগুলোর পত্র ইফাইলিং এ জারির বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি জানান যে, বিভিন্ন শাখা হতে জারিকৃত পত্র অনেক সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়না বিধায় পত্রের মূল বক্তব্য বোধগাম্য হয় না। এবিষয়ের প্রতি শাখা কর্মকর্তাগণকে আরো সচেতন হওয়ার জন্য সভায় আলোচনা হয়। প্রয়োজনে পত্রের খসড়া অনুমোদনের বিষয়টি ও সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন, দপ্তর ও সংস্থার ই-ফাইলিং কার্যক্রম সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সিস্টেম এনালিস্টের মাধ্যমে a2i এর সাথে সমন্বয় করে নিষ্পত্তি করতে হবে। একই সাথে মন্ত্রণালয় দপ্তর ও সংস্থার, ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরো জোরদার করার বিষয়ে সভা আলোচনা হয়।	১. সকল দপ্তর, সংস্থা, মন্ত্রণালয়ের সকল শাখার ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ২. অনুমোদিত নথির পত্র ই-নথিতেই জারি করতে হবে। ৩. ই-ফাইলিং সংক্রান্ত সমস্যা সিস্টেম অ্যানালিস্ট এ-টু-আই এর সাথে সমন্বয় করে সমাধান করবেন।	১. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ২. যুগ্মসচিব, প্রশাসন ৩. সিস্টেম এ্যানালিস্ট, নৌপম
৮.	**ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন**	সভায় জানানো হয় যে, এ বছরে ৬জন কর্মকর্তাকে ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়সহ সকল সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাজ চলছে। বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি ৩ মাস অন্তর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	১. ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে । ২. উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা-২ ২. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান

৯.	**তথ্য-বাতায়নসমূহ হালনাগাদকরণ**	মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এ্যানালিস্ট সভায় অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতবেক হালনাগাদ করা হয়েছে। সভাপতি জানান যে এখনো অনেক দপ্তর/সংস্থার ওয়েব সাইট হালনাগাদ করা হয়নি সেক্ষেত্রে সংস্থা প্রধানগণ স্ব স্ব দপ্তর সংস্থার তথ্য বাতায়নসমূহ হালনাগাদকরণের বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়েবসাইটে পরিবর্তিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে হালনাগাদ রাখতে হবে। ২. যে সকল দপ্তর ও সংস্থার তথ্য বাতায়নসমূহ হালনাগাদ করা হয়নি সেগুলো আগামী ৩ দিনের মধ্যে হালনাগাদ করতে হবে।	১. দপ্তর/সংস্থা প্রধান ২. সিস্টেম এ্যানালিস্ট, নৌপম
১০.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	সভায় জানানো হয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের ৩৫৯টি সাধারণ অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, ৬৭৩টি অগ্রিম আপত্তি ও ১৩৫টি খসড়া অডিট আপত্তিসহ মোট ১১৬৪টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। যার সাথে ৫৪৮৭.৩৮ কোটি টাকা জড়িত আছে। সভাপতি বলেন, দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় সভা করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) জানান যে, নিয়মিত দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।	১. দপ্তর ও সংস্থার অডিট আপত্তিগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	১. অতিরিক্ত সচিব, (সংস্থা-২) ২. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান
১১.	**দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	সভায জানানো হয়, দপ্তর/সংস্থাসমূহের মোট মামলার সংখ্যা ৪১৩টি যার মধ্যে ৩৭৭টির জবাব দাখিল করা হয়েছে, ৩৪টির জবাব দাখিল করা হয়নি, সরকারের পক্ষে ৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। সরকারের বিপক্ষে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। সভাপতি জানান যে স্পর্শকাতর মামলাগুলোর বিষয়ে দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ প্রতি মাসে আইন কর্মকর্তাকে নিয়ে পর্যালোচনা সভা করেতে হবে। এছাড়া, মামলার বিষয়ে যথাসময়ে আইনজীবী নিয়োগ ও দফাওয়ারি জবাব দাখিল করার বিষষে আলোচনা করা হয়।	১. যথাসময়ে আইনজীবী নিয়োগ ও দফাওয়ারি জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। ২. নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ৩. স্পর্শকাতর মামলাগুলোর বিষয়ে দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ প্রতি মাসে আইন কর্মকর্তাকে নিয়ে পর্যালোচনা সভা করেতে হবে।	১. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ২. মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট অধিশাখা।

১২.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	সভাপতি জানান যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কোন বিষয়ে তথ্য প্রদান করা সম্ভব না হলে তার উপযুক্ত ব্যখ্যা উল্লেখ করতে হবে। তথ্য প্রদানে কোন জটিলতা থাকলে সে বিষয়টিও আলোচনা করে নিষ্পত্তি করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা উপসচিব (বাজেট) জনাব এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম জানান যে, মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রদানের আবেদন পাওয়া গেলে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যে সকল তথ্য প্রদানযোগ্য সেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা হতে সংগ্রহ করে প্রদান করা হয়ে থাকে। সভায় সভাপতি জানান যে, বিআইডব্লিউটিএর ১৬১১৩ হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে এতে জনগণ সরাসরি তথ্য পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।	১. প্রদানযোগ্য তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ২. কোন বিষয়ে তথ্য প্রদান করা সম্ভব না হলে তার ব্যখ্যা উল্লেখ করতে হবে। ৩. প্রতিমাসে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও তথ্য প্রদানের বিবরণ প্স্তুত করতে হবে।	১. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ২. মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।
১৩.	**<u>বিবিধঃ</u>** **১৩.১ মন্ত্রণালয়ের কক্ষসমূহের সংস্কার কার্যক্রম**	১৩.১ সভায় জানানো হয় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। খুব শীঘ্রই দরপত্র অনুযায়ী সমাপ্ত হবে মর্মে জানা গেছে। এছাড় যে কাজের টেন্ডার হয়েছে তা বাস্তবায়নকালে জরুরী বিবেচনায় নতুন কিছু করা প্রয়োজন হওয়ায় সেগুলোর একটি তালিকা গত ১৩-০৪-২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের অভ্যন্তরীণ সজ্জা, ভিডিও ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপনের কাজসহ অন্যান্য কাজ আলাদা একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১. “Remodeling and Interior Decoretion of MoS Rooms” শীর্ষক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২. মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের অভ্যন্তরীণ সজ্জা, ভিডিও ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপনসহ অতিরিক্ত কাজসমূহ চবক বাস্তবায়ন করবে।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

	১৩.২ ক্যাডার সার্ভিসের নামপদবি ব্যবহার সংক্রান্ত	১৩.২ সভায় জানানো হয়, দপ্তর ও সংস্থায় সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সহকারী সচিবসহ ক্যাডার সার্ভিসের পদবী রয়েছে সেগুলো পরিবর্তন বিষয়ে গত ০৬-০৪-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত সকলকে প্রেরণ করা হয়েছে। পদনাম পরিবর্তনের জন্য আইন, নিয়োগবিধি, নিয়োগ যোগ্যতা, সাংগঠনিক কাঠামো যেখানে যা প্রযোজ্য তেমন ভাবে পরিবর্তনের প্রস্তাব খসড়াসহ মন্ত্রণালয়ের পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। সে আলোকে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে সভাকে জানানো হয়।	১. দপ্তর ও সংস্থায় ক্যাডার সার্ভিসের ন্যায় বিদ্যমান পদনাম পরিবর্তনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২. পদনাম পরিবর্তনের জন্য আইন, নিয়োগবিধি, নিয়োগ যোগ্যতা, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেগুলো পরিবর্তনের প্রস্তাব খসড়াসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ২. মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা

০২.পরিশেষে, সভাপতি বলেন, সংস্থার সকল কার্যক্রম যাতে যথাসময়ে মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, জনসেবা নিশ্চিত করতে তথা মন্ত্রণালয়/সংস্থার ভাবমূর্তি উন্নয়নে সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

০৩. পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৮.০৬.০০১.১৮.৫৯

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৮
১৩ জুলাই ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত সচিব, বন্দর অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৪) অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা-১ , নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৫) অতিরিক্ত সচিব, সংস্থা-২ অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৬) চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার, (১২ তলা) বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড, ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
৭) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৯) চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

১১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন

১৩) মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর

১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

১৫) কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী

১৬) উপপরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

১৭) অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

১৮) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা

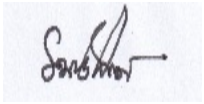

মোঃ আলাউদ্দিন
সহকারী সচিব